Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 05-07-2026 16:30 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২০ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। রবিবার ৫ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৯১ সংখ্যা ।। ২ পাতা

মেসিকাণ্ডে ফের অরূপ বিশ্বাসকে তলব! মঙ্গলবারই থানায় ডেকে পাঠাল পুলিশ

জঙ্গি সংগঠনেও পরিবারবাদ! পুত্র তলহাকে লস্করের দায়িত্ব দিয়ে মার্গদর্শকের ভূমিকায় হাফিজ সইদ

৩১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ, চা শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স, পঞ্চায়েত প্রধানদের

হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা কাড়ছে রাজ্য

নয়া জামানা ঃ পঞ্চায়েত দফতরের দুর্নীতি রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। ১২৫ দিনের কাজ প্রকল্প শুরু হতে না হতেই এই বিষয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে এগোচ্ছে প্রশাসন। সূত্রের খবর, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা তুলে নিতে চাইছে রাজ্য সরকার। তার বদলে প্রতিটি পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ সরকারি আধিকারিকদের হাতেই সেই আর্থিক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।দুর্নীতি রুখতে ওড়িশার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনার মডেলকে সামনে রেখেই এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যে west bengal panchayet act ১৯৭৩ আইনে সংশোধন আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই সংশোধনের জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করা হতে পারে, অথবা বিধানসভায় সংশোধনী বিল আকারেও তা পেশ করা হতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের হাতে বিস্তর আর্থিক ক্ষমতা ছিল। ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে শুরু করে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ; প্রতিটি ক্ষেত্রেই টেন্ডার প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং অর্থ ছাড়ের ক্ষমতা প্রধানদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। যদিও জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হত, তা সত্ত্বেও সেই লেনদেন অনুমোদনের ক্ষমতা ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের হাতেই।তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে এই ক্ষমতা ঘিরে বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার একসময় রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এই প্রেক্ষাপটেই এবার আর্থিক ক্ষমতা প্রধানদের হাত থেকে সরিয়ে সরাসরি সরকারি আধিকারিকদের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। প্রশাসনিক মহলের একাংশের

মতে, এর ফলে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং প্রকল্পের টাকা নয়ছয় হওয়ার সুযোগ অনেকাংশে কমবে।আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যের আরেকটি বড় উদ্যোগের খবর মিলেছে। দুর্গাপুজোর আগেই আদানি গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত হাসপাতাল প্রকল্পের শিলান্যাস হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। নিউ টাউনের অ্যাকশন এরিয়া-টু চত্বরে এই প্রকল্পের জন্য ৫২ একর জমির খোঁজ পেয়েছে রাজ্য সরকার ও আদানি গোষ্ঠী।জানা গিয়েছে, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং পরিকাঠামোগত নকশা অনুমোদন হয়ে গেলেই এই প্রস্তাবিত হাসপাতাল প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠান আয়োজন করা হতে পারে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা নিউ টাউন এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, নিউ টাউনে আদানি গোষ্ঠীর এটাই প্রথম বিনিয়োগ নয়। বর্তমানে বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালিতে সংস্থার নিজস্ব একটি ডেটা সেন্টার এবং বেঙ্গল টেক-পার্কের নির্মাণকাজ চলছে। এই দুই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই ৫৫ একর জমি বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে আদানি গোষ্ঠীকে। প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো খাতে এই বিনিয়োগের পর এবার স্বাস্থ্য খাতেও সংস্থার সম্প্রসারণ রাজ্যের শিল্প-বিনিয়োগ মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ঘনিয়ে আসছে শক্তিশালী

ঝড়, মাইকিং প্রশাসনের

গোপাল শীল,নয়া জামানা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ঘনিয়ে আসছে সম্ভাব্য শক্তিশালী ঝড়। কালো মেঘে ঢেকেছে সুন্দরবনের আকাশ। গত রাত থেকে শুরু হওয়া অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ উপকূল এলাকা। বহু জায়গায় রাস্তায় জল জমার পাশাপাশি বাড়িঘরেও ঢুকেছে বৃষ্টির পানি, যার ফলে দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সুন্দরবন পুলিশ জেলার উদ্যোগে গঙ্গাসাগর, পাথরপ্রতিমা, গোবর্ধনপুর, কাকদ্বীপ ও নামখানাসহ বিভিন্ন এলাকায় স্থলভাগে মাইকিং করে সতর্কবার্তা প্রচার শুরু হয়েছে। এর আগেই সমুদ্র ও বিভিন্ন নদীপথে মৎস্যজীবী ও নৌযানগুলিকে সতর্ক করতে ধারাবাহিকভাবে মাইকিং করা হয়েছে।নদীবহুল উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

পরিস্থিতির অবনতি হলে দ্রুত তাদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলকে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সরকারি নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রথযাত্রায় ঐতিহ্যশালী কমিটি গুলিকে

৫ লক্ষ টাকা অনুদান রাজ্য সরকারের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের ঐতিহ্যশালী রথযাত্রা উৎসবকে আরও জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করতে বড়সড় আর্থিক পরিকল্পনা নিল রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রে খবর, ১০০ থেকে ১৫০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যশালী প্রতিটি রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। জেলায় জেলায় ছড়িয়ে থাকা এই সব ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।নবান্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী, আগামী ১৩ জুলাই এই অনুদানের চেক অনুমোদিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে। ওই চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত থেকে রাজ্যের বিভিন্ন রথযাত্রা কমিটির প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে আসন্ন রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসককে (ডিএম) প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রথযাত্রা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও দেশের নানা জায়গা থেকে বহু ভক্ত এই উৎসবে অংশ নিতে আসেন। তাই উৎসব যাতে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং ভক্তদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের পরিষেবা নিশ্চিত করা যায়, সেই লক্ষ্যেই সব রকম প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনগুলিকে। সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর এবং অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে রথযাত্রার রুট এবং ভক্তদের জমায়েতের জায়গায় সেবা শিবির বা ফ্যাসিলিটেশন ক্যাম্প বসানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই ধরনের শিবির উল্টোরথের দিনও চালু রাখার কথা বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।সেবা শিবির পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলার জন্য পৃথকভাবে ১ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই শিবিরগুলিতে ন্যূনতম যে সব পরিষেবা বাধ্যতামূলকভাবে রাখতে হবে, তার একটি তালিকাও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে;বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।ওআরএস প্যাকেট সরবরাহ।প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা।তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্র। প্রবীণ নাগরিক, মহিলা, শিশু ও বিশেষভাবে সক্ষম ভক্তদের জন্য পৃথক সহায়তা ব্যবস্থা।প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ভক্তবান্ধব পরিষেবা।বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কোনো রথযাত্রা কমিটি যদি ঐতিহাসিক গুরুত্ব, জনসমাগমের পরিমাণ বা উৎসবের ব্যাপ্তির কারণে অতিরিক্ত অনুদান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তাহলে জেলা প্রশাসন বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করে সে বিষয়ে সুপারিশ পাঠাতে পারবে রাজ্যের কাছে। এর ফলে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা বড় আকারের রথযাত্রা উৎসবগুলি অতিরিক্ত সহায়তা পাওয়ার সুযোগ পাবে।উৎসবের প্রস্তুতি সুষ্ঠুভাবে সারতে জেলা প্রশাসনকে পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর, দমকল, পূর্ত দপ্তর, পুরসভা ও পঞ্চায়েত, পরিবহণ দপ্তর, রথযাত্রা কমিটি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বৈঠকগুলির মূল লক্ষ্য থাকবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জরুরি পরিষেবা প্রস্তুত রাখা।নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রথযাত্রার রুট এবং সেবা শিবিরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগের প্রচার নির্ধারিত নির্দেশিকা মেনেই করতে হবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 05-07-2026 16:30 Page 2

৫০ বছরের দুর্ভোগের অবসান ! আনগুনা গ্রামে শুরু রাস্তা নির্মাণের কাজ

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর ধরে রাস্তার অভাবে চরম দুর্ভোগের শিকার পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ ব্লকের মুগড়া পঞ্চায়েতের আনগুনা গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামে মানুষজন বসবাস করলেও আজ পর্যন্ত রাস্তা তৈরি না হওয়ায় বর্ষাকালে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বামফ্রন্টের ৩৫ বছরের শাসনকাল থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনকালের ৫০ টা বছরে একাধিক নেতা এলাকায় এসে রাস্তা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি। ফলে বছরের পর বছর দুর্ভোগের সঙ্গী গ্রামবাসীরা।বর্ষার সময় কাঁচা রাস্তা সম্পূর্ণ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। অসুস্থ রোগী, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা কিংবা জরুরি প্রয়োজনে মানুষকে চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছাতে নৌকার সাহায্য নিতে হয়। কয়েক মাস ধরে কার্যত স্বাভাবিক জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির পক্ষ থেকেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ক্ষমতায় এলে এই রাস্তা নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নির্বাচনের পর রায়নার এই অঞ্চলটি বর্তমানে জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হওয়ায় বিধায়ক অরুণ হালদার এলাকাটি পরিদর্শন করেন। এরপর রায়না ১ ব্লকের বিডিও শুভাশীষ রায় আনগুনা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং রাস্তা নির্মাণের প্রাথমিক কাজের সূচনা করেছিলেন। আবার প্রশাসনের উদ্যোগে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের আশা দেখছেন গ্রামবাসীরা। কারণ শনিবার থেকেই এই রাস্তার কাজ পুরোদমে চালু হয়েছে। বর্ষার আগে স্বস্তি ফিরে এসেছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি শুভঙ্কর মালিক বলেন, বিডিওকে আমরা দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু করার অনুরোধ করেছিলাম। ভোটের আগে বিজেপি প্রার্থীর এটাই প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রশাসন ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। খুব শীঘ্রই নতুন রাস্তা নির্মাণ হবে বলে আশা করছি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে আনগুনা গ্রামের মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার

লুপার পোকার দাপটে বিপন্ন ডুয়ার্সের চা শিল্প, সংকটে ক্ষুদ্র চা চাষিরা

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ ডুয়ার্সের চা বাগান গুলিতে আচমকা লুফার পোকার আক্রমণে দিশেহারা কৃষকরা। বিঘের পর বিঘে জমির কচি পাতা খেয়ে সাবাড় করছে এই পোকা, যার ফলে আক্রান্ত গাছগুলি কার্যত ঝাড়ুর মতো কঙ্কালসার হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। টি বোর্ড অনুমোদিত প্রচলিত কীটনাশক দিয়েও এই পোকা দমন করা যাচ্ছে না। ফলে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের পাশাপাশি বড় চা বাগানগুলিও চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উষ্ণ আবহাওয়া লুপারের প্রজনন হার বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। উপরন্তু, লুপারের প্রজাতিগত ও জিনগত পরিবর্তনের ফলে প্রচলিত প্রধান দুটি কীটনাশক ইমামেটিন বেনজয়েড ও ফ্লুবেনডিয়ামাইড-এর বিরুদ্ধে পোকাগুলির শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়েছে। বাগানের ছায়াগাছগুলি ৩০ ফুট উঁচু হওয়ায় সেখানে কীটনাশক পৌঁছাচ্ছে না, আর সেই সুযোগেই উঁচুতে ডিম পেড়ে লুপার দ্রুত বংশবৃদ্ধি করছে। পতঙ্গবিদরা জানাচ্ছেন, লুপারের অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক প্রজাতি এইচ টেলোকা মাত্র ১৫ দিনে ১ হেক্টর এলাকার প্রায় ৮০০ কেজি কাঁচা পাতা নষ্ট করতে সক্ষম।প্রথম তিনটি ফ্ল্যাশে ভালো ফলন হলেও, জুন মাস থেকে লুপারের হানায় চাষিদের সব হিসাব ওলটপালট হয়ে গেছে। বারবার স্প্রে করেও পোকা নিয়ন্ত্রণ না হওয়ায় বহু ক্ষুদ্র বাগান এখন ধ্বংসের মুখে। চা বণিকসভা ডিবিআইটিএ-এর সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় লুপারকে চা শিল্পের বিরাট ত্রাস বলে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি গ্রিন ফ্লাই-এর প্রকোপ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন টিআইপিএ-এর চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল। মে মাসে হামলার তীব্রতা সবচেয়ে বেশি থাকলেও জুলাইতেও পরিস্থিতি বিপজ্জনক।সামনেই উৎসবের মরশুম। তার আগে এই ব্যাপক ক্ষতিতে ক্ষুদ্র চাষিরা চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন। এই বিপর্যয় রুখতে অবিলম্বে টি বোর্ড ও কৃষি বিজ্ঞানীদের হস্তক্ষেপ এবং লুপার দমনে নতুন কোনো কার্যকর রাসায়নিক বা বিকল্প পদ্ধতির দাবি জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের চা চাষি ও বাগান কর্তৃপক্ষ।

অটোচালকদের কাছ থেকে মাস্থলি আদায়, বিক্ষোভ-ডেপুটেশন বিজেপি মজদুর সেলের

রাজু শেখ, নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ উমরপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অটোচালকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক মাস্থলি টাকা আদায়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। অভিযোগ, নিজেদের বিজেপির নামধারী পরিচয় দিয়ে কয়েকজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে অটোচালকদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা তুলছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে রবিবার রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ভারতীয় জনতা মজদুর সেল। এদিন সকাল থেকেই বহু অটোচালক রঘুনাথগঞ্জ থানার সামনে জমায়েত হন।ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের নেতৃত্বে তারা থানার উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন জমা দেন এবং বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, কিছু তোলাবাজ বিজেপির নাম ব্যবহার করে সাধারণ অটোচালকদের ভয় দেখিয়ে জোর করে মাসিক টাকা আদায় করছে।

এর ফলে চালকদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি আতঙ্কের পরিবেশও তৈরি হয়েছে।ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের নেতৃত্বের অভিযোগ, এই ধরনের তোলাবাজির সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। যারা দলের নাম ভাঙিয়ে বেআইনি কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তারা প্রশাসনের কাছে দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।অটোচালকদের বক্তব্য, প্রতিদিনের সীমিত আয়ের উপর নির্ভর করেই তাদের সংসার চলে।

তার মধ্যেও জোর করে মাসিক টাকা দিতে বাধ্য করা হলে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাই এই ধরনের বেআইনি আদায় অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য তারা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি অটোচালকদের হয়রানীর বিরুদ্ধেও সরব হন বিজেপি মজদুর সেলের নেতৃবৃন্দ।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি, মাদক খাইয়ে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতার ভাই

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার ভাইয়ের বিরুদ্ধে এক তরুণীকে ধর্ষণ, ভয় দেখিয়ে বারবার যৌন নির্যাতন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে জলপাইগুড়ি জেলায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত যুবক লাবু আলমকে গ্রেফতার করেছে। অন্যদিকে, নির্যাতিতা দাবি করেছেন, শুধু তিনিই নন, আরও বহু মহিলা ও যুবতী একই ব্যক্তির শিকার হয়ে থাকতে পারেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ওই তরুণীর সঙ্গে অভিযুক্তের পরিচয় হয়। প্রথমদিকে সাধারণ বন্ধুত্ব থাকলেও ধীরে ধীরে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নির্যাতিতার দাবি, সেই সুযোগে অভিযুক্ত তাকে বিয়ের আশ্বাস দেয় এবং ভবিষ্যতে সংসার করার নানা স্বপ্নও দেখায়। সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি অভিযুক্তের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

তরুণীর অভিযোগ, একদিন বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। পথে একটি ঠান্ডা পানীয় খেতে দেয়। সেই পানীয়ের মধ্যেই নাকি মাদকজাতীয় কিছু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পানীয় খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। এরপর তাকে একটি বেসরকারি রিসর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার অচেতন অবস্থার সুযোগ নিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার আরও দাবি, ওই ঘটনার সময় অভিযুক্ত মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করে। পরে সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাকে বারবার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে মানসিক চাপ, ভয়ভীতি এবং হুমকির মধ্যে থাকতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। লিখিত অভিযোগে তরুণী আরও জানিয়েছেন, বিষয়টি কাউকে জানালে শুধু তাকেই নয়, তার পরিবারের সদস্যদেরও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়েও ভয় দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই কারণেই এতদিন মুখ খুলতে পারেননি বলে দাবি করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কের মধ্যে থাকার পর শেষ পর্যন্ত আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।নির্যাতিতার অভিযোগ, অভিযুক্তের দাদা এলাকায় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হওয়ায় সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে বেপরোয়া আচরণ করে এসেছে। এলাকার মানুষও অনেক সময় ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাননি বলে তার দাবি। রাজনৈতিক পরিচয়ের জোরে অভিযুক্ত নিজেকে নিরাপদ মনে করত বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। তরুণী আরও দাবি করেছেন, তিনি একা নন। আরও অনেক মহিলা ও যুবতী একই ব্যক্তির প্রতারণা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকতে পারেন। তবে তারা ভয় বা সামাজিক লজ্জার কারণে প্রকাশ্যে আসতে পারছেন না।

তাই গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্য সামনে আনার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগে শুধু লাবু আলমের নামই নয়, তার দাদা ফরিদুল আলমের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত লাবু আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ফরিদুল আলম বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বলে জানা গেছে। শুক্রবার গ্রেফতার হওয়া লাবু আলমকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন তথ্য, ডিজিটাল প্রমাণ এবং অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখতে পুলিশি হেফাজত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।